R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.) 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

Webel
Computer Training Centre (Under Govt. of West Bengal)

এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে উন্নতমানের কম্পিউটার শিক্ষা ও সার্টিফিকেট যা Employment Exchange-এ গ্রহণযোগ্য

বাজারপাড়া প্রাঃ স্কুলের পাশে রঘুনাথগঞ্জ, ফোন (০৩৪৮৩) ২৬৬৩০৪ মোঃ ৯৭৩২৯১১৮৪০, ৯২৩২৪৫০৬৪১

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)

ফোন : ২৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ১৮ই জুলাই ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ ১-এর বিডিওর বেপরোয়া দুর্নীতিতে সরকারী অর্থের অপচয় চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১-এর বর্তমান বিডিও পরেশচন্দ্র দাঁর মদতে ২০০৬-এর শেষের দিকে পঞ্চায়েত সমিতির গেষ্ট হাউস লাগোয়া ব্রিটিশ আমলের দুটি বিশাল মেহগিনি গাছ হঠাৎ কাটা পড়ে। দুষ্প্রাপ্য গাছ কেন কাটা হলো বা এত দামী কাঠ কি কাজে লাগলো—অফিসের একটা চক্র ছাড়া কেউ জানে না। ঐ বাবদ কোন টাকাও পঞ্চায়েত সমিতির কোষাগারে জমা পড়েনি। পুরো ব্যাপারটাকে রহস্যজনকভাবে ধামাচাপা দেয়া হয়। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জেলায় এক সময় রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের একটা সুখ্যাতি ছিল। আজ তার স্থান কোথায় নেমে এসেছে অনুসন্ধানে প্রকাশ পাবে। একশো দিনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যখন সীমাহীন টাকা দিচ্ছে প্রত্যেক ব্লকে, তখন এই ব্লক গত আর্থিক বছরে এক লক্ষ টাকাও খরচ করতে পারেনি। বিডিও সাহেব উন্নয়নের কোন সভায় নাকি জেলায় হাজির থাকেন না। জেলা শাসক বা অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে এর জন্য বার কয়েক তিনি ভর্ৎসিত হন। এক সময় বিরক্ত হয়ে জেলা শাসক নাকি তাকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান পৌরসভায় স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পরীক্ষায় কাউন্সিলারদের স্ত্রী ও আত্মীয়রা প্রার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পৌরসভার মাধ্যমে পৌর এলাকায় সহায়িকা পদে নিয়োগের জন্য গত ১০ জুলাই ইন্টারভিউ ছিল। এ প্রসঙ্গে পৌরসভার বিরোধী দলনেতা সফর আলির অভিযোগ, যাদের ইন্টারভিউ-এ ডাকা হয়েছে তাদের অনেকেরই প্রার্থী যোগ্যতা নেই। এর প্রেক্ষিতে ইন্টারভিউ স্থগিত রাখা হয়। পৌরসভা এর আগে দু'বার স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়োগ পদ বাতিল করতে বাধ্য হয়। প্রথমবার নিয়োগের বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ বৎসর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ থাকা প্রায়াজন বলে নোটিশ দেয়। পরে তা বাতিল করা হয়। দ্বিতীয়বার বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বৎসর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ থাকা প্রয়োজন। ৫ টাকা করে প্রচুর ফর্মও বিক্রি হয়। কিন্তু দরখাস্তকারীদের কোন ইন্টারভিউ না নিয়ে পৌর বোর্ড নিজেদের আত্মীয়দের নাম নির্বাচন করে অনুমোদনের জন্য পাঠালে সেখানে কংগ্রেস বিরোধীতা করলে সেটাও বাতিল হয়ে যায়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সমীর পন্ডিতকেও ঐ পদ থেকে বাদ দেয়া হয়। দায়িত্বহীনতায় নাকি সমীরের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। গত এক বছরে জেলা কংগ্রেসের একটা সভাতেও নাকি রঘুনাথগঞ্জ-১ বা ২ ব্লক সভাপতিরা হাজির থাকেননি। যেখানে প্রতি মাসে জেলায় নতুন নতুন প্রোগ্রাম নেয়া হচ্ছে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে গঠনমূলক (শেষ পৃষ্ঠায়)

দুর্নীতির অভিযোগে বাসুদেবপুরে আইসিডিএস দপ্তরে বিক্ষোভ

অসিত রায় : আই. সি. ডি. এস. দপ্তরে দুর্নীতি এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সারা ভারত কৃষক সভা সামসেরগঞ্জ থানা কমিটির পক্ষ থেকে গত ১০ জুলাই বাসুদেবপুরে সামসেরগঞ্জ আই. সি. ডি. এস. দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরবর্তীকালে সংগঠনের নেতা রবজুল ইসলাম ও হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে সাতদফা দাবী সনদ তুলে দেওয়া হয় সি. ডি. পি. ও. অমিতাভ সেনগুপ্তর হাতে। সামসেরগঞ্জ ব্লকে ২২০টি আই. সি. ডি. এস. সেন্টারে দীর্ঘকাল খাবার বন্ধ। (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৪ সাল।

হৃদয়ের অসুখ কি সারিতে পারে না ?

মানবিকতার বোধ করি কোন স্বতন্ত্র দেশঘর নাই। নাই কোন সীমারেখা, লক্ষ্মণ গন্ডীর সীমাবদ্ধতা। মানুষ হয়তো আপন আপন দেশের সীমানায় বদ্ধ থাকিতে পারে জাতিপ্রেমে, দেশপ্রেমে সম্প্রদায়গত বন্ধনের ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমানায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে নিহিত মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকতাবোধ উদার আকাশের মতই। তাহার কোন সীমানা নাই। তবুও মানুষের হৃদয়ের আকাশটা ভেদবুদ্ধি স্বার্থবুদ্ধির কালো মেঘে আবৃত হইয়া পড়ে প্রায়শই। মানুষ মানুষের ভাই, প্রতিবেশী—ইহাই তো সত্য পরিচয়। দেশে কালে তাহাদের ভেদ থাকিবার কথা নহে। কথা তো অনেক কিছু আছে বা থাকে কিন্তু তাহাকে মান্যতা দেওয়া হয় কতটুকু ? যদিচ শোনা যায় কবির বাণীতে—স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

যে প্রসঙ্গে এই কথাগুলির অবতারণা তাহা একটি ঘটনা লইয়া। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য বোধ হইলেও তাহার গুরুত্ব কম নয়, বলা যাইতে পারে অসামান্য।

স্বাধীনতা লাভের সময়ে ভারত ভাঙিয়া দ্বিখন্ডিত হইয়াছে। আবার আমাদের সেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বিখন্ডিত হইয়া স্বতন্ত্র অভিধায় অভিহিত হইয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে আমরা সবাই এক দেশের মানুষ ছিলাম। ছিল আমাদের এক প্রাণ একতা। দেশ ভাগের পর সেই বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। যৌথ পরিবার ভাঙিয়া যেমন প্রতিবেশী ঘর গড়িয়া উঠে আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। রাজনীতির যন্তর মন্তরে, সংকীর্ণ স্বার্থের দোহাই দিয়া আমাদের মনের আকাশটাকে খন্ডিত করার প্রয়াস পূর্বেও যেমন হইয়াছে, এখনও চলিতেছে। যুদ্ধবাজরা স্বার্থান্ধ। ক্ষুদ্র স্বার্থে পূর্ণ হয় না তাহাদের পাশবিক ক্ষুধা। কাশ্মীর সীমান্তে যে সন্ত্রাস, হত্যা চলিয়া আসিতেছে তাহা নিতান্তই পাশবিক। সীমান্তের ওপার হইতে চলিতেছে গোলা-গুলি, হত্যা এবং সন্ত্রাস।

এই ঘটনার বিপ্রতীপে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছে সত্যই যাহা প্রশংসনীয় এবং অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমাদের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্যের, সহযোগিতার, সুসম্পর্কের বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা বেশ কিছু দিন হইতে চলিতেছে। মনে রাখা প্রয়োজন বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা, কখনই বৈরিতা নয়।

কিছুদিন পূর্বে প্রতিবেশী দেশ হইতে অসুস্থ একটি শিশু কন্যা আসিয়াছিল এই দেশে, তাহার হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা লইয়া। এই দেশের চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, সফল দক্ষতায় এই কচি প্রাণটি মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। যেদিন তাহার হৃদযন্ত্রের শল্য চিকিৎসা চলিতেছিল সেই দিন এই দেশের শত সহস্র শিশু, নারী-পুরুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে ঈশ্বরের নিকট তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য জানাইয়াছিল প্রার্থনা। সুখের কথা, মেয়েটি সুস্থ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে এই দেশের মানুষের অজস্র শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা।

মানুষের ভালোবাসায়, সদিচ্ছায়, শুভেচ্ছায়, প্রচেষ্টায় যদি দেহের কঠিন অসুখ নিরাময় হইতে পারে তবে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে হৃদয়হীনতার অসুখ যাহা শান্তিকে বিঘ্নিত করিতেছে তাহা না সারিবার কারণ কী থাকিতে পারে ? সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চাহে না, অশান্তি চাহে না। চাহে শান্তি, সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা। মানবিকতার কথা ভাবিয়া সীমান্ত পারের চলমান সন্ত্রাস কি বন্ধ হইতে পারে না ? বন্ধ হইতে পারে না এত রক্তক্ষয়, এত নিষ্ঠুর হত্যা ?

বহুরূপীর বেদনা

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুজের শেষে কিংবা কালী-পুজোর মাঝামাঝি বড় ছোট বহুরূপীর ভিড় চোখে পড়ে গৃহস্থের দোরে। সকালে চোখ খুলেই দেখি, ৬ থেকে ৮ বছরের ছেলে মাথায় টিনের সাপ, মুখে মনসার মুখোস, গায়ে কালো নীল লাল ঢোল্লা আদু আদু গলায় বলছে—"কাতর হয়ো না পুজো দিতে, বেহুলা সতী, দুধ দিয়ে তৈরী কর নদী-নালা, তাতে ভাসাও কলার ভেলা।" গৃহিণীদের হাসির সাথে বুড়ীদের ফোকলা দাঁতে হাসি ঝরে। কেউ কেউ গলা বাড়িয়ে বলে আবার বল দেখি একবার। গ্রামে এক পায় চাল, ডাল, আলু। কেউ কেউ নারু, মুড়ি, মিষ্টি দেয়। দোকানে দোকানে এক টাকা আটানা জোটে বরাত ভালো হলে। আবার কেউ এই প্রাচীন শিল্পের আসল দিকটি দেখতে পায় না ; পায় 'দারিদ্রতার পরাকাষ্ঠা।' যাও যাও এমন হবে না। ভিখিরীর সমতুল হয়ে যায় এদের জীবন। হঠাৎ কৌতুহলবশতঃ এক রামরূপ বহুরূপীকে জিজ্ঞেস করলাম—বাড়ী কোথায়, "বলল সাঁইথিয়া। কত হয় ? ৩০—৪০ টাকা, ২/৩ কেজি চাল কোনদিন। বাড়ীতে কে কে আছে ? আর সবার মতোই সংসার। হাঁটা বেশী তফাৎ এখানেই। কিছু করতে পারিস না ? রাঢ়ে চাষের জমি ছাড়া সম্বল কিছুই নেই—একেবারে ক্ষেতমজুরের ঘরে। ফলে 'জীব কে জামিন' দিয়ে কোনমতে আলু এবং হাড্ডবাঁটা (মসুর কিংবা খেসারির ডালবাঁটা) দিয়ে এলোচালের ভাত এখনও বিশ্বায়নের যুগে ওদের পরমান্ন। তাই যেটুকু কাঁচা পয়সা বর্ডার এলাকা মুর্শিদাবাদের গ্রাম শহরে সহজলভ্য হয়। ঐ একটি মাসের ১৫ দিনে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা রোজগার করে বাড়ী যেতে পারলেই গাঁয়ের আলে ভাঙ্গা গলায় গানের বোলে আকাশ বাতাস উত্তাল হয়ে ওঠে। "দাদার বিয়েই রায়বেশে, আয় যকাযক মদ খেসে।" এত কমে আনন্দ, বেঁচে থাকার আনন্দ আজও দেখা যায় রাঢ়ের গ্রামে। চাষের ফাঁকে দুঃখী শ্রমিকঘরের ছেলেমেয়েদের বাড়তি রোজগার। জোটে এদের কপালে বহু অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনা ও নির্যাতন, এমনকি প্রাণহানিও আশংকা। কখনও কালী, কখনও ভূত, কখনও ডাকিনী রাম, লক্ষ্মণ সেজে নাকালের অন্ত থাকে না এদের। শরৎচন্দ্রের যুগের শ্রীকান্তের বাঘের অবস্থার মতো অবস্থা আজও ঘটে। এদের বেদনা নীরবেই থেকে যায়। ঘটনাটা ছোট্ট হলেও দুঃখের। দিন কয়েক আগে একটা বাড়ী ভাড়ার খোঁজে নীলরতন কলোনীর দিকে গেছি ! বাড়ী দেখে ফিরছি, হঠাৎ জটলা। দেখলাম দশ বছরের একটি বহুরূপী ছেলেকে এলোপাথারি সবাই পিটছে। ছেলেটি নির্বাক। গোঙানিটা একটু অন্যরকম। রিক্সা থেকে নেমে চেনা লোকজনকে আটকালাম। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে ওরা বলল—"বহুরূপী সেজে নাকি সাইকেল চুরি করেছে" বললাম "ওতো বহুরূপী তা সাইকেলটা কই।" সবাই বলল দলের লোক নিয়ে গিয়েছে। অনেক বুঝিয়ে থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য করালাম। জিজ্ঞেস করে ছেলেটির কাছ থেকে আকার ইঙ্গিতে হাত নাড়া (৩য় পৃষ্ঠায়)

আষাঢ়

শীলভদ্র সান্যাল

মেঘে মেঘে, বাপ, হল ছয়লাপ, আকাশেতে ঠাঁই নাহিরে !
ওরে, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে !
রাস্তায় জমে জল ঝরঝর
নর্দমাগুলি সব ভরভর
জল খলখল, চলে টলমল বাসগুলি দেখ্‌ চাহিরে !
যাকনা সি-এল, আজকে যাস্‌নে বাহিরে।
শৃগালের মত কন্ঠ তুলিয়া সুরটি ধর্‌গো বেহাগে !
দুইজনে কর্‌ ফষ্টি-নষ্টি সোহাগে !
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওরে দেখ্‌ দেখি—
ঝাঁকায় টাটকা ইলিশ আছে কি ?
মাছভাজা দিয়ে গরম খিঁচুরি, এর কাছে আর কী লাগে !
লুডো খেল্‌ বসে, বাহিরে চাসনা বিরাগে !
শোন শোন ওই, মাইকে কাহার কন্ঠ উঠিছে বাজিরে !
ট্রেন চলাচলে বড় অনিয়ম আজিরে।
ট্রাফিকে পুলিশ আজ নেই কেউ
রাস্তা জুড়িয়া উঠে পরে ঢেউ
হতভাগা যত ট্যাক্সিওয়ালা গতিকে হয়েছে পাজিরে
দুর্ভোগে পড়ি অসহায় সব আজিরে !
ওগো, আজ তোরা, যাস্‌নে গো তোরা, যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
এদিকে প্যাকেটে সিগারেট বেশী নাহিরে !
পথে যেতে পথ হয়েছে পিছল
রাস্তায় নেমে দেখি হাঁটু-জল
একটি দোকানও খোলা আছে কি না, তাই, দেখি শুধু চাহিরে !
বৃথা কন কবি, 'যাস্‌নে ঘরের বাহিরে'।

মাঙ্গলিক এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেখ মহঃ ফুরকানের উদ্যোমে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের খামড়া ভাবকী বিদ্যালয়টিকে মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত হওয়ার দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল গত ৮ জুলাই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, সভাপতি, রঘুনাথগঞ্জ ব্লক ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি সোমনাথ সিংহ প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষানুরাগী এবং অভিভাবকবৃন্দের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

তাপসী হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তাপসী মালিকের ধর্ষণকারী ও খুনীদের শাস্তির দাবীতে এস উই সি আই জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি জঙ্গিপুর-লালগোলা রোডে অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে গত ২ জুলাই পিয়ারাপুরে ইউ বি আই, জোতকমল শাখার সামনে। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য অনুরাধা মন্ডল ও জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মীরজা নাসিরুদ্দীন। এছাড়াও তাদের দাবী, যে কোন অজুহাতে কৃষিযোগ্য জমি অধিগ্রহণ করা চলবে না। অকৃষি জমিতে রাজ্যের উন্নয়নে শিল্প গড়তে হবে। বন্ধ কারখানা ও চা বাগান অবিলম্বে খুলতে হবে। বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টা পথ অবরোধের ফলে চলাচলে অচলাবস্থা দেখা দেয়। নিত্যযাত্রীরা পড়েন দুর্ভোগে।

বহুমুখী প্রচার অভিযান অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ গত ৯ জুলাই জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সাগধদীঘি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এক বহুমুখী প্রচার অভিযানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঐ বিদ্যালয়ের সহ প্রধান শিক্ষিকা প্রতিমা মজুমদার। প্রারম্ভিক ভাষণে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অমিতাভ ভট্টাচার্য্য ছাত্রীদের শিক্ষা ছাড়াও দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সামাজিক ও প্রাকৃতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে আহ্বান জানান। পৃথিবীর পরিবেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি উষ্ণতার প্রসঙ্গ তোলেন। প্রতিমা মজুমদার বলেন, সমাজ সচেতনতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছাত্রছাত্রীরা। তারা এগিয়ে এলে অনেক সামাজিক ও প্রাকৃতিক সমস্যা দূর হবে। তাদের আজকের অঙ্গীকার আগামী দিনে উজ্জ্বলতা আনবে। পরিবেশ সম্পর্কিত এক আলোচনা প্রতিযোগিতায় ৬ জন ছাত্রী আগামী দিনে পরিবেশের ভয়াবহতা ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় ৪টি গ্রুপে ১৬ জন ছাত্রী অংশ নেয়। শেষে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের ডাক্তার, নার্স, ইন্ডিয়ান রুরাল মেডিক্যাল এসোসিয়েশনভুক্ত ডাক্তারদের নিয়ে গত ২৭, ২৮ ও ২৯ জুন মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরে এস আই ডি, এড্‌স, এস টি ডি বিষয়ে রাজ্য সরকার দপ্তর ও 'সি লি'-র প্রচেষ্টায় তিন দিনের প্রশিক্ষণ হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে ২০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তব্য রাখেন 'সি লি'-র কো-অর্ডিনেটর ডাঃ সমর ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শক্তিপদ মন্ডল, মুর্শিদাবাদের সি এম ও এইচ ডাঃ দোলগোবিন্দ মন্ডল প্রমুখ।

মাদ্রাসা ইকো ক্লাব

সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির হুসেনিয়া হাই মাদ্রাসার উদ্যোগে গত ৭ জুলাই গাঙ্গাড্ডা প্রাঃ স্কুল প্রাঙ্গণে 'মাদ্রাসা ইকো ক্লাব' পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির খোলে। সেখানে বহু শিক্ষক ও ছাত্র উপস্থিত হয়। রাজ্যে মোট ৪২০০ ইকো ক্লাবের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় ২৩৯টি আছে বলে জানা যায়।

বহুরূপীর বেদনা (২য় পৃষ্ঠার পর)

আর গোঙানি ছাড়া কিছুই বুঝতে পারলাম না। পাশ থেকে একজন বলল বোবা সেজেছে। অল্প বয়সী একটি ছেলে বলল, 'মার না দিলে মুখ খুলবে না।' উৎসাহী জনতা থানা নিয়ে যাবার উপক্রম করতে করতেই দেখা গেল, যে বাড়ীর সাইকেল পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁদের বাড়ীর লোকেই সাইকেল হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে ? সব শুনে তিনিই ছেলেটার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দশ টাকা দিলেন এবং বললেন বাড়ীর লোক সিঁড়ির নীচে সাইকেল দেখতে না পেয়ে ভেবেছে এরা নিয়ে গেছে। মুহূর্তে সব ভির উবে গেল। মুখ ফোলা কাঁদো কাঁদো ছেলেটা একা একা হাঁটতে লাগল। ম্যাকেঞ্জি পার্কের মোড়ে চায়ের দোকানে আরো তিনজন বহুরূপী চা খাচ্ছে। তার মধ্যে হনুমান সাজা ১৫-২০ বছরের ছেলেটি ওকে দেখে ছুটে বেরিয়ে এলো। মার খাওয়া বহুরূপী ছেলেটি আকারে ইঙ্গিতে ওকে বুঝিয়ে গা হাত পা দেখিয়ে কাঁদতে লাগল। সবাই ওরা ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। আমি বড় ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম রামরূপ বহুরূপী ছেলেটি আসলেই জন্ম-বোবা। মনটা বোঝা হয়ে গেল। প্রায়শ্চিত্ত করার মতো করে ১০ টাকা ওর হাতে দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। হায়রে পেট—ভিতর থেকে স্বগোক্তি বেরিয়ে এলো।

আইসিডিএস দপ্তরে বিক্ষোভ (১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের কাছ থেকে খাবার আসার রেজিষ্টার যথাযথভাবে লেখা না হওয়ার কারণে থাকছে দুর্নীতির সুযোগ। সেন্টারগুলো যথাযথভাবে চালানোর জন্য কোন নিয়ম মানা হয় না। কাজে স্বচ্ছতা আনার জন্য সেন্টারগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। সুপারভাইজাররা বাড়ীতে বসে সেই কাজ করে থাকেন। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং সহায়িকাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা তোলা বন্ধ করতে হবে। অফিসটাকে রাজনৈতিক দলীয় কার্য্যালয়ে পরিণত করা চলবে না। নিয়মমত সেন্টারগুলি পরিচালনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে বেনিফিসিয়ারী কমিটি গঠনের মাধ্যমে শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার পরিমাপ মত দেওয়ার ব্যবস্থা। জনগণের কাছে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্যানেল তৈরী এবং দ্রুত নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা। সিডিপিও অমিতাভ সেনগুপ্ত সমস্ত অভিযোগ দ্রুত নিরাসনের প্রতিশ্রুতি দেন আন্দোলনকারী নেতৃত্বকে।

অর্থের অপচয় চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

এক সভায় হাজির করিয়ে ট্রান্সফার নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে বলেন। অপমানিত দাঁ সাহেব ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাবেন ঠিক করেন। কিন্তু কি কারণে তাঁর এই মত পরিবর্তন সেটাও একটা রহস্য। প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে নির্মাণ কাজ দেখাশোনার জন্য একজন করে নির্মাণ সহায়ক নিযুক্ত আছেন। অথচ এই ব্লকে ঐ পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের ব্লকে অন্য কাজে লাগানো হয়েছে। এই অফিসের জনৈক কর্মী সুব্রত পাঁজা গত অক্টোবর '০৬-এ আই কার্ডের ফটো তুলতে গিয়ে মির্জাপুর প্রাথমিক স্কুলে এক দঙ্গল লোকের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হন। তাঁর ক্যামেরা ছিনতাই-এর চেষ্টাও চলে। সুব্রতবাবু সমস্ত ঘটনা বিডিওর কাছে লিখিত জানালেও বিডিও সাহেব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন বলে অভিযোগ। বিডিও পরেশ দাঁ কোন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে ভালো ব্যবহার করেন না। গত ১৬ জুলাই বাগপাড়া গ্রামের জনৈক শিক্ষক নাদির আলি গ্রামের জলনিকাশী সমস্যা নিয়ে বিডিওর কাছে একটা লিখিত আবেদন দেন এবং এলাকাবাসীর অসুবিধার কথা তাঁকে জানাতে গিয়ে ব্যর্থ হন। বিডিও তার লিখিত দরখাস্ত নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে চলে যেতে বলেন। বিডিওর এই ধরনের ব্যবহারে নাদির আলি রীতিমত মর্মাহত হন। এই ধরনের ব্যবহার নাকি প্রায় লোকের সাথেই করেন বিডিও বলে খবর। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক গোডাউনে কোন্ বিভাগের কি মালপত্র মজুত আছে তার নাকি কোন ষ্টক রেজিষ্টার নাই। তাই মালপত্রেরও কোন হিসাব পাওয়া যায় না। অফিসের গাড়ীর যথেচ্ছ ব্যবহার ও তেলের কোটা নিয়েও অনেকে অনেক কথা বলে। এই সব ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত প্রয়োজন।

কংগ্রেস সভাপতি বাদ (১ম পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা চলছে। গত ৮ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতির লিখিত দায়িত্ব মুক্তিপ্রসাদ ধরকে জেলা কার্য্যালয় থেকে দেয়া হয়। এক সাক্ষাৎকারে মুক্তি এই তথ্য জানান।

আত্মীয়রা প্রার্থী (১ম পৃষ্ঠার পর)

এরপর আবার ৫/৭/০৭ স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল। এবারে বয়স নির্ধারণ হয় ২৫ থেকে ৩৫ বৎসর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবার হওয়া চাই। সাথে বসবাসের প্রমাণপত্র, রেশন কার্ডের জেরক্স, ভোটার পরিচয় পত্রের জেরক্স এবং সমাজসেবা মূলক কাজের অভিজ্ঞতা। এবারেও প্রচুর দরখাস্ত জমা পড়ে। কিন্তু দেখা যায় যাদের ইন্টারভিউ-এর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের সংখ্যা ৭৭ জন। বাকিদের বলা হয় অষ্টম শ্রেণী পাশ মার্কসিট না দেওয়ায় তাদের দরখাস্ত বাতিল করা হয়েছে। নির্বাচিত তালিকায় দেখা যায় বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার এবং তাদের স্ত্রী বা নিকট আত্মীয়ের নাম আছে। তার মধ্যে অনেকের বয়স ৪০-এর বেশী, ৭০ শতাংশ বিপিএল তালিকাভুক্ত নয়। এই ধরনের বেআইনি করার জন্য কংগ্রেসের কাউন্সিলাররা আপত্তি জানালে আবার স্থগিত হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষরাও ক্ষুব্ধ। তাদের প্রশ্ন পৌরসভার মাধ্যমে যেখানে নিয়োগ সেখানে কাউন্সলার বা তাদের আত্মীয় কেন ইন্টারভিউ এর জন্য নির্বাচিত হবে ?

POTENTIAL TO EARN UNLIMITED INCOME

Bajaj Allianz Life

Insurance Co. Ltd.

Insurance Service Representative walk in for an interview to be held on 21 & 22 July, 2007 between 11 AM to 5 PM.

Bajaj Allianz Office

Bhagirathi Market

Jangipur Bus Stand

Mobile : 9733148845, 9434371751

যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম

কল্পতরু

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ (দোকান) মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৬১০৪৬২

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।